ব্যবস্থাপনা
(Management of Sports and Games in School, College and Universities)

বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্রীড়া ব্যবস্থাপনা বা সংগঠন (Management of Games and Sports in School, College and Universities)

যে-কোনো প্রতিষ্ঠানের সাফল্য নির্ভর করে তার সুষ্ঠু সংগঠন ও যোগ্য প্রশাসন পরিচালনার উপর। সমাজের প্রয়োজনে গঠিত বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয় এবং বিশ্ববিদ্যালয়ও হল সমাজের অন্যতম প্রতিষ্ঠান। এই সামাজিক প্রতিষ্ঠানের সংগঠন ও পরিচালনা বহুবিধ অবস্থার উপর ভিত্তি করে পরিকল্পিত হয়। এই সকল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের মূলকেন্দ্রে অবস্থান করে শিক্ষার্থী। শিক্ষার্থীদের সার্বিক বিকাশসাধনই এইসব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের কাজ। অর্থাৎ এইসব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সংগঠন, প্রশাসন-রচনা ও পরিচালনার ধারাটি এমন হওয়া উচিত, যাতে শিক্ষাধারা সাবলীলভাবে লক্ষ্যস্থলে পৌঁছোতে পারে। কারণ অনুকূল ও উপযুক্ত সংগঠন ও প্রশাসন ব্যতীত শিক্ষার আদর্শ ও উদ্দেশ্য কার্যকরী হতে পারে না। অতএব, সুষ্ঠু সংগঠন ও সুযোগ্য পরিচালন শিক্ষার সাফল্যের অন্যতম শর্ত।

শারীরশিক্ষা তথা ক্রীড়া ব্যবস্থাপনা বা সংগঠনের ধারণা (Concept of Management in Physical Education as well as Games & Sports)

'Management' বা ব্যবস্থাপনা কথাটি বিভিন্ন ব্যক্তি বিভিন্ন অর্থে ব্যবহার করে থাকেন। ***Chelladurai*** (1985) বলেছেন, "Management is the co-ordination of the efforts of different people towards a common end." অর্থাৎ একটি সাধারণ লক্ষ্য পূরণের জন্য বিভিন্ন ব্যক্তির প্রচেষ্টার সমন্বয়কেই বলে management বা ব্যবস্থাপনা। ব্যবস্থাপনার মূল বিষয়গুলি হল—(a) পূর্ব-নির্ধারিত এবং অর্থপূর্ণ সাধারণ লক্ষ্য, (b) ব্যক্তিবর্গের উপস্থিতি এবং ব্যক্তিবর্গের ঐকান্তিক প্রচেষ্টা এবং (c) একটি পদ্ধতি, যার মাধ্যমে বিভিন্ন প্রকৃতির ব্যক্তি ঐচ্ছিকভাবে বা নিজের তাগিদে কোনো কাজ করতে বাধ্য থাকে। পূর্বে এবং বর্তমানেও অনেক ক্ষেত্রে অনেক ব্যক্তি ব্যবস্থাপনার পরিবর্তে পরিচালনা কথাটি ব্যবহার করে থাকেন। ***Larry*** (1988) বলেছেন, "পরিচালনার প্রায়োগিক কর্মসূচির সঙ্গে ব্যবস্থাপনার সম্বন্ধ একটু বেশিই।

Scanned with CamScanner

প্রত্যেক পরিচালককেই ব্যবস্থাপকের কাজ করতে হয়, কিন্তু খুব কম ব্যবস্থাপকই পরিচালক হিসেবে কাজ করেন। এক্ষেত্রে উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, একটি নির্দিষ্ট সুইমিং পুলের প্রধানকে আমরা ব্যবস্থাপক বলতে পারি, কিন্তু কোনো বিশেষ ব্যক্তি যদি একাধিক সুইমিং পুলের দেখাশোনা করেন, তবে তাকে পরিচালক বলাই যুক্তিযুক্ত।"

শারীরশিক্ষার ক্ষেত্রে বিভিন্নভাবে, বিভিন্ন পরিবেশে সফল ব্যবস্থাপনার সুযোগ রয়েছে। অধিকর্তা, প্রশাসক, নির্দেশক, শিক্ষক, প্রশিক্ষক, সভা-পরিচালক হিসেবে শারীরশিক্ষাবিদগণ সময় ও স্থানের সঙ্গে তাল মিলিয়ে তাদের কার্য পরিচালনা করে থাকেন। এই দিক থেকে বিচার করলে পরিচালনার থেকে ব্যবস্থাপকের গুরুত্ব অনেক বেশি বলে মনে হয়। কারণ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রটি বেশ বিস্তৃত, যেমন—পরিকল্পনা, সংগঠন, কর্মচারী পরিচালনা, নির্দেশ, নিয়ন্ত্রণ, সমন্বয়, পরিদর্শন ইত্যাদি নিয়ে ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্র তৈরি হয়। এটি শুধুমাত্র শিক্ষণ কার্য নয়।

1. **বিদ্যালয় (School):** বিদ্যালয় হল সমাজের মূল প্রাণকেন্দ্র যার মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীরা তাদের অন্তর্নিহিত অন্তঃসত্তার সুষ্ঠু বহিঃপ্রকাশ ঘটাতে পারে। আর এই বিদ্যালয়ের মূল কেন্দ্র হল শিক্ষার্থী, যার লক্ষ্য অজানাকে জানার। শিক্ষার্থীর সার্বিক বিকাশসাধনের উদ্দেশ্যে বিদ্যালয় ক্রীড়া সংগঠনের উদ্দেশ্য হল শিক্ষার্থীকে তার সামর্থ্য অনুসারে উপযুক্ত সুযোগ দানের মধ্য দিয়ে তার আকাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছে দেওয়া। বিদ্যালয় স্তরে ক্রীড়ার মান উন্নয়নের জন্য অনুকূল ও উপযুক্ত সংগঠন ও প্রশাসন সাফল্যের অন্যতম শর্ত। এর জন্য দরকার প্রধান শিক্ষক, শারীরশিক্ষার শিক্ষক ও অন্যান্য অভিজ্ঞতাসম্পন্ন শিক্ষক, শিক্ষার্থীদের আগ্রহ, অভিভাবক ও স্থানীয় ছাত্র যুব সমাজ প্রভৃতি সহৃদয় ব্যক্তিদের সাহায্য। তবে সর্বোপরি শারীরশিক্ষার পঠন, ক্রীড়া পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনার গুরুদায়িত্ব ভার বিদ্যালয়ের শারীরশিক্ষার শিক্ষকের উপর ন্যস্ত থাকে।

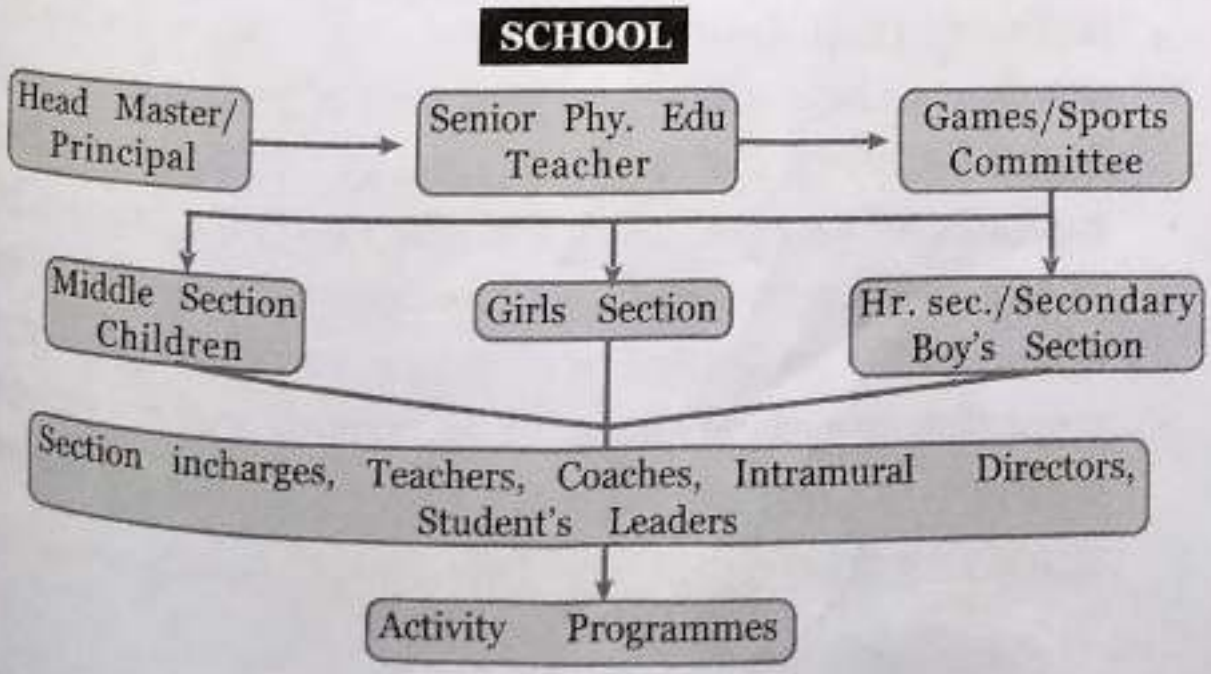

Scanned with CamScanner

2. **মহাবিদ্যালয় (College):** সামগ্রিকভাবে ক্রীড়ার মান ও ক্রীড়া ব্যবস্থার উন্নতিকল্পে প্রতিটি মহাবিদ্যালয়ের সংগঠন ও পরিচালন ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করার উদ্দেশ্যে এবং ক্রীড়া প্রতিভা সৃষ্টির লক্ষ্যে মহাবিদ্যালয়গুলিতে ক্রীড়া সংগঠন তৈরি করা হয়। যার সর্বোচ্চ দায়িত্বভার মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষের উপর অর্পিত হয়। মহাবিদ্যালয়ের সমস্ত বিভাগীয় শিক্ষার্থীদের ক্রীড়া প্রতিভা ও দক্ষতা নির্ণয়ের উদ্দেশ্যে ও তার সুষ্ঠু প্রশাসনিক পরিচালনার জন্য মহাবিদ্যালয় স্তরে ক্রীড়া সংগঠনের ভূমিকা অনস্বীকার্য। মহাবিদ্যালয়ের ক্রীড়া পরিকাঠামো অনুসারে আন্তঃমহাবিদ্যালয় প্রতিযোগিতার মাধ্যমে দক্ষ ক্রীড়াবিদ বাছাই করে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিযোগিতা স্তরে ক্রীড়াবিদদের পৌঁছে দেওয়াই মহাবিদ্যালয় ক্রীড়া সংগঠনের অন্যতম উদ্দেশ্য।

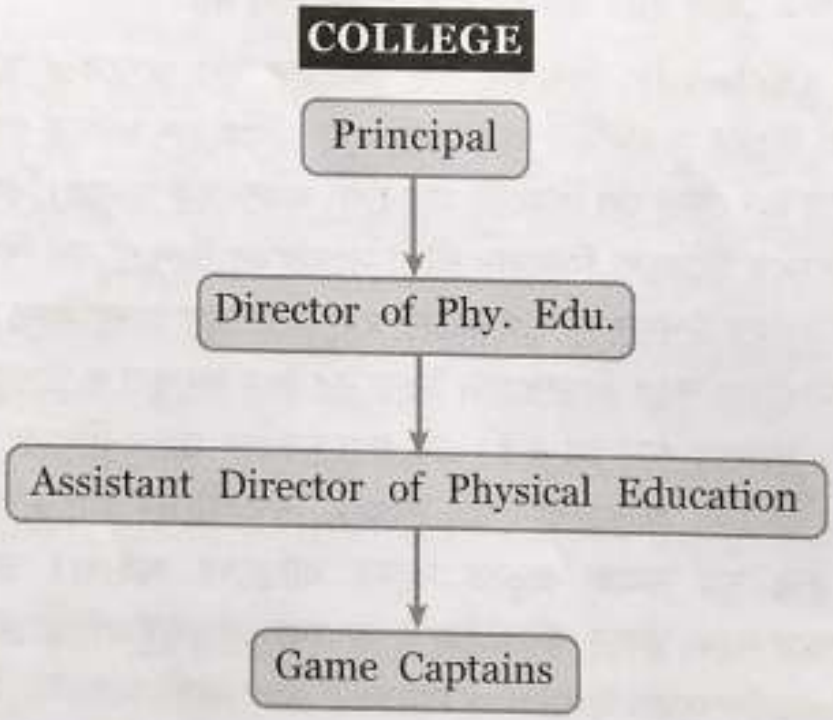

3. **বিশ্ববিদ্যালয় (University):** শারীরশিক্ষার উন্নতির জন্য ও বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে ক্রীড়া সংগঠন ও পরিচালন ব্যবস্থাকে অধিক শক্তিশালী ও সক্রিয় করার উদ্দেশ্যে বিশ্ববিদ্যালয় ক্রীড়া সংগঠন তৈরি করা হয়। যার উদ্দেশ্য দক্ষ ক্রীড়া প্রতিভার অন্বেষণ করা। ক্রীড়াবিশেষজ্ঞ ও ক্রীড়াবিদদের নিয়ে মূলত ক্রীড়া সংগঠন তৈরি হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের উপর এই সংগঠনের প্রধান দায়িত্ব অর্পিত থাকে। প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয় তার অন্তর্ভুক্ত মহাবিদ্যালয়গুলি থেকে আন্তঃমহাবিদ্যালয় প্রতিযোগিতার মধ্য দিয়ে দক্ষ খেলোয়াড় বাছাই করে তাদেরকে আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় ক্রীড়া প্রতিযোগিতা স্তরে যাওয়ার সুযোগ করে দেয় এবং দক্ষ খেলোয়াড়দের প্রশংসাপত্র সাম্মানিক হিসেবে দেওয়া হয়।

Scanned with CamScanner

সংগঠন (Organisation) হল কোনো কাজের বিভিন্ন উপাদানগুলিকে যথাযথভাবে সংগঠিত করার পদ্ধতি। শারীরশিক্ষায় সংগঠন বা ব্যবস্থাপনা বলতে শারীরশিক্ষা সূচির বিভিন্ন বিষয়গুলিকে বিশেষভাবে সাজানোর এমন পদ্ধতিকে বোঝায় যা শারীরশিক্ষা সূচিকে সঠিকভাবে রূপান্তরিত করে। সংগঠনের মূল অংশগুলি হল—

1. প্রধান শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী
2. প্রয়োজনীয় সুযোগসুবিধা
3. প্রয়োজনীয় উপকরণ
4. শিক্ষাসূচি
5. সাংগঠনিক নকশা ইত্যাদি।

সঠিক সাংগঠনিক ব্যবস্থায় বিভিন্ন কাজে নিযুক্ত ব্যক্তিগণের দায়িত্ব ও কর্তব্য সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করা থাকে যার ফলে কোনো কাজ উপেক্ষিত বা অবহেলিত হয় না। অথবা কোনো দায়িত্ব একই সঙ্গে একাধিক ব্যক্তির উপর বর্তায় না।

সংগঠন ব্যবস্থা যে সমস্ত মূল নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত সেগুলি হল—

1. এই ব্যবস্থা সংগঠনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের উপর নির্ভর করে।
2. সংগঠন অর্থনৈতিক অবস্থার উপর নির্ভরশীল।
3. সংগঠন ব্যবস্থা সামাজিক বিষয়ের উপর নির্ভরশীল।
4. সংগঠন ব্যবস্থা রাজনৈতিক অবস্থার উপর নির্ভর করে।

সংগঠন ব্যবস্থার মূল চারটি ধাপ হল—

1. কাজের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য এবং আর্থিক অবস্থা অনুসারে মূল কাজের বিভিন্ন অংশগুলিকে চিহ্নিত করা।
2. যে সমস্ত ব্যক্তি কাজের সঙ্গে যুক্ত হবেন তাদের তালিকা তৈরি করা।

Scanned with CamScanner

3. কাজের বিভিন্ন অংশকে বিভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে বণ্টন করা।
4. বিভিন্ন কর্মীদের মধ্যে সমন্বয় গড়ে তোলা।

বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয় এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা (Annual Athletic Meet of School, College and University)

আধুনিক শিক্ষার লক্ষ্য হল শিক্ষার্থীর সর্বাঙ্গীণ বিকাশ ঘটানো। এই লক্ষ্যে পৌঁছোতে হলে শিক্ষার্থীদের জন্য কতকগুলি সহপাঠক্রমিক কার্যসূচির ব্যবস্থা করা হয়ে থাকে। যেমন—নানা উৎসব অনুষ্ঠান, ক্রীড়াদিবস উদ্‌যাপন, বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ইত্যাদি সহপাঠক্রমিক কার্যসূচির অঙ্গ। বৎসরান্তে প্রতি বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয় এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয় বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা। প্রতিবছর শীতকালের কোনো একটি দিনে শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে অনুষ্ঠিত হয় এই প্রতিযোগিতা। প্রধানত অ্যাথলেটিক্‌স-কেন্দ্রিক এই ক্রীড়া প্রতিযোগিতা শিক্ষাঙ্গনের একটি প্রধান আনন্দমুখর উৎসব। এটি শিক্ষার্থীদের ক্রীড়ানৈপুণ্য প্রদর্শনের এবং পুরস্কার লাভের সহজ সুযোগ এনে দেয়। ভাবী ক্রীড়াবিদ সৃষ্টিতেও এই প্রতিযোগিতার অবদান অসামান্য। এই প্রতিযোগিতায় শিক্ষার্থী ব্যতীত শিক্ষক-শিক্ষিকা, অভিভাবক ও প্রাক্তন ছাত্রছাত্রীরাও অংশগ্রহণ করে থাকেন। এই বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা পরিচালনায় শারীরশিক্ষক এবং অন্যান্য শিক্ষকের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার উদ্দেশ্য (Objectives of Annual Athletic Meet)

1. বিভিন্ন শারীরিক ক্রিয়াকলাপে অংশগ্রহণের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর শারীরিক ও মানসিক বিকাশ ঘটে।
2. এই প্রতিযোগিতায় ব্যক্তিগতভাবে শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন ইভেন্টে স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণের সুযোগ পায়।
3. বিভিন্ন ইভেন্টগুলি ছাত্রছাত্রীদের দক্ষতা বৃদ্ধিতে সহায়তা করে।
4. এই প্রতিযোগিতার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মধ্যে শৃঙ্খলাবোধ জাগ্রত হয়।
5. এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের মাধ্যমে ছাত্রছাত্রীরা খেলার নিয়মকানুন সম্পর্কে অবহিত হয়।
6. অবসর বিনোদনের কামনা মানুষের সহজাত। বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার দ্বারা শিক্ষার্থীদের তাৎক্ষণিক বিনোদন স্পৃহা পরিতৃপ্তি লাভ করে।
7. এই প্রতিযোগিতায় ব্যক্তিগতভাবে শিক্ষার্থী তার ক্রীড়া নৈপুণ্যকে সকলের সম্মুখে তুলে ধরার সুযোগ পায় এবং এতে শিক্ষার্থীরা আত্মস্বীকৃতি লাভ করে।
8. বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মধ্যে খেলোয়াড়সুলভ মনোভাব গড়ে ওঠে।

Scanned with CamScanner

9. শিক্ষার্থীদের মধ্যে ক্রীড়া পরিচালকদের প্রতি সম্মানবোধ, জয়-পরাজয়কে সহজভাবে গ্রহণ করা, আত্মবিশ্বাস, সাহস ইত্যাদি গুণের বিকাশ ঘটে।
10. এই প্রতিযোগিতার মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা যেমন নিজের ক্ষমতা সম্পর্কে অবহিত হয়, তেমনি অন্যের ক্ষমতাকেও সঠিক মূল্যায়ন করার ক্ষমতা অর্জন করে।
11. শিক্ষার্থীদের মধ্যে মানবিক মূল্যবোধ গড়ে ওঠে।
12. বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা প্রতিভাবান খেলোয়াড়দের দক্ষতা প্রদর্শনের সুযোগ এনে দেয়। তা ছাড়া, ক্রীড়া-প্রতিভার অন্বেষণ এই প্রতিযোগিতার মাধ্যমে সম্ভব হয়।
13. শিক্ষার্থীর চারিত্রিক ও নৈতিক মানের উন্নতি ঘটে।
14. শিক্ষার্থীর ব্যক্তিত্বের বিকাশে এই প্রতিযোগিতা যথেষ্ট সহায়তা করে।

বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয় এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার সংগঠন ও পরিচালনা পদ্ধতি (Methods of Organisation and Conducting of Annual Athletic Meet of School, Colleges and Universities)

Athletic Meet সাধারণত দুই প্রকার—

(a) Standard Athletic Meet এবং (b) Non-Standard Athletic Meet.

যে Athletic Meet আন্তর্জাতিক আইনকানুন দ্বারা পরিচালিত হয়ে থাকে যাকে Standard Athletic Meet বলে।

কিন্তু যে Athletic Meet আন্তর্জাতিক আইনকানুন দ্বারা পরিচালিত হয় না, যে-কোনো ভাবেই অনুষ্ঠিত হয় তাকে Non-Standard Athletic Meet বলে। এই Non-Standard Athletic Meet প্রতিবন্ধীদের ক্ষেত্রে বিশেষ প্রযোজ্য।

Standard Athletic Meet-এর জন্য সংগঠন এবং যথাযথ পরিকল্পনার প্রয়োজন। Standard Meet-এর ব্যবস্থাপনাকে আমরা তিনভাগে ভাগ করতে পারি।

(a) Pre Meet Work, (b) Meet Work এবং (c) Post Meet Work.

(a) Pre Meet Work: স্কুল, কলেজ বা যে-কোনো প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে Athletic Meet-এর জন্য সর্বপ্রথম আহ্বায়ক বা সম্পাদক নোটিশ দিয়ে একটি সভা ডাকবেন। সভাটি হবে Meet-এর প্রায় একমাস আগে। এই সভাতে একটি পরিচালন কমিটি তৈরি করতে হবে।

এই সভায় অনুষ্ঠানের সভাপতি, সম্পাদক, প্রধান অতিথি, অফিসিয়াল ইত্যাদি সর্বসম্মতিক্রমে নির্বাচন হবে। কোন্ কোন্ event হবে তাও নির্বাচন করতে হবে। বিভিন্ন সাব-কমিটি তৈরি করে, কার উপর কী কাজের ভার থাকবে তাও স্থির করে দেওয়া হবে। এরপর Meet-এর তারিখ, স্থান ও সময় নির্বাচন ও Meet-এর programme তৈরি করতে হবে।

Scanned with CamScanner

কমিটির কার্য হবে Athletic Meet-কে সুষ্ঠুভাবে এবং সাফল্যজনকভাবে সম্পাদন করা। এর জন্য যে সাব-কমিটিগুলি গঠন করা হয়েছে তাদের নাম ও কার্য নীচে আলোচনা করা হল—

1. **প্রচার কমিটি (Publicity Committee):** এই কমিটির কাজ বিভিন্ন প্রকার, যেমন—ফেস্টুন, হ্যান্ডবিল, পেপার, মাইক ইত্যাদির সাহায্যে কখন, কোথায় Meet হবে তার প্রচার করা। এই প্রচারের মাধ্যমে Meet-এর জনপ্রিয়তা এবং আকর্ষণ বাড়িয়ে তোলা সম্ভব হয়।
2. **অভ্যর্থনা কমিটি (Reception Committee):** বিভিন্ন আমন্ত্রিত অতিথিদের এবং বাইরে থেকে আগত প্রতিযোগীদের আপ্যায়ন করা এবং এদের বসার ও থাকার উপযুক্ত বন্দোবস্ত করা।
3. **মাঠ ও সাজ-সরঞ্জাম তত্ত্বাবধায়ক কমিটি (Committee for Grounds and Equipments):** এই কমিটির কাজ হল খেলা আরম্ভ হওয়ার পূর্বে মাঠকে খেলার উপযোগীকরে তোলা এবং খেলার মাঠের সমস্ত ট্র্যাক, সার্কিট ও সরঞ্জামগুলির তত্ত্বাবধান করা। যদি সব সরঞ্জাম না থাকে, তবে কোথা থেকে সেগুলি জোগাড় করে আনতে হবে তার খেয়াল রাখা।
4. **ব্যবস্থাপক কমিটি (Committee for Accommodation):** এই কমিটি খেলোয়াড়, দর্শক, কর্মীবৃন্দ এবং অতিথিদের থাকার ব্যবস্থা করবে। এর জন্য প্রয়োজনীয় চেয়ার-টেবিল সংগ্রহ করা, পানীয় জলের ব্যবস্থা, সাইকেল, স্কুটার, গাড়ি ইত্যাদি রাখার সুবন্দোবস্ত ইত্যাদি কাজ ব্যবস্থাপক কমিটি সম্পাদন করবে।
5. **কার্য তত্ত্বাবধায়ক কমিটি (Committee for Officials):** উপযুক্ত অফিসিয়ালদের এই কমিটিতে রাখতে হবে।
6. **সাজসজ্জা ও উৎসব কমিটি (Committee for Ceremonies):** এই কমিটির কাজ হল প্রতিযোগিতার স্থান সঠিকভাবে সুসজ্জিত করা এবং মঞ্চ তৈরি করা। তা ছাড়া উদ্‌বোধন অনুষ্ঠান এবং পরিশেষে সমাপ্তি অনুষ্ঠান পরিচালনা করা।
7. **চা ও জলযোগ কমিটি (Tea and Refreshment Committee):** এই কমিটির কাজ হল প্রতিযোগী ও অফিসিয়ালদের এবং নিমন্ত্রিত অতিথিদের চা ও জলখাবার সরবরাহ করা।
8. **রেকর্ড নথিভুক্ত করার কমিটি (Committee for Record Keeping):** বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার বিভিন্ন খেলার রেকর্ড নথিভুক্ত করার যথেষ্ট প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। শুধুমাত্র পুরস্কার বিতরণের জন্য নয়, এই

Scanned with CamScanner

রেকর্ড খেলোয়াড়দের ভবিষ্যৎ পথকেও নির্দেশিত করবে। এই কমিটি নির্ভুল ও যথাযথভাবে খেলোয়াড়দের কৃতিত্বের তথ্য নথিভুক্ত করে রাখবে।

9. **চিকিৎসা বিভাগ বা কমিটি (Medical Unit or Committee):** এই বিভাগ মাঠে উপযুক্ত প্রাথমিক চিকিৎসার ব্যবস্থা রাখবে। এ ছাড়া এই কমিটিতে একজন চিকিৎসক থাকবেন। তিনি প্রয়োজনমতো অসুস্থদের চিকিৎসা করবেন।

10. **পুরস্কার বিভাগ বা কমিটি (Prize Distribution Committee):** এই বিভাগের কাজ প্রতিযোগিতা শুরুর পূর্বে পুরস্কার ক্রয় করা এবং বিজয়ীদের তা বিতরণের ব্যবস্থা করা।

11. **ঘোষক কমিটি (Announcement Committee):** প্রতিযোগিতাকে সঠিকভাবে সময়সূচি অনুযায়ী আরম্ভ ও শেষ করার ক্ষেত্রে ঘোষকের একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। এজন্য কয়েকজন সুস্পষ্ট কণ্ঠস্বরের ও ক্রীড়া বিশেষজ্ঞদের নিয়ে ঘোষক কমিটি গঠন করতে হবে। সমস্ত অনুষ্ঠানটির চলমান ঘটনাগুলি এবং প্রতিটি খেলার ফলাফল ঘোষক সর্বসাধারণের কাছে ঘোষণার মাধ্যমে পৌঁছে দেবেন। প্রতিযোগিতাকে প্রাণবন্ত করে তোলার ক্ষেত্রে ঘোষকদের ভূমিকা অন্যতম।

12. **ভরতির তালিকা এবং কর্মসূচি নির্ধারণ কমিটি (Committee for Registration and Programme):** এই কমিটির কাজ হল প্রতিযোগীদের নাম তালিকাভুক্ত করা এবং প্রত্যেককে Chest (চেস্ট) নাম্বার সরবরাহ করা এবং কর্মসূচি তৈরি করা। কর্মসূচি তৈরি করার সময় দেখতে হবে throwing eventsগুলি যাতে এক জায়গাতে হয় এবং সেগুলি যাতে Running event-এর কাছাকাছি না থাকে। যে সমস্ত event শেষ করতে দেরি হয় সেগুলিকে কর্মসূচির প্রথমে রাখতে হবে। যেমন—High jump, long jump, Pole voult ইত্যাদি, Run-এর ক্ষেত্রে Hurdles, Sprint, Distance Run. ইত্যাদির ব্যবস্থা যাতে প্রথমে থাকে তা দেখতে হবে।

13. **চূড়ান্ত বিচারকমণ্ডলী (Jury of Appeal):** খেলার নিয়ম সম্পর্কে অভিজ্ঞ (1, 7, 9 এবং 11 জন) ব্যক্তিদের নিয়ে জুরি অর অ্যাপিল গঠিত হয়। খেলা চলাকালীন কোনো খেলোয়াড় ইভেন্ট-বিচারকদের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে জুরিদের কাছে আবেদন করতে পারে। তখন চূড়ান্ত বিচারের ভার এই জুরিদের উপর ন্যস্ত হয়।

(b) **Meet work:** অনুষ্ঠান শুরুর পূর্বে প্রত্যেক প্রতিযোগীকে এবং অফিসিয়ালকে তাদের উপস্থিতি জানাতে হবে। প্রতিযোগীরা তাদের নির্দিষ্ট কর্মসূচি এবং ক্রমিক সংখ্যা নেবেন। অফিসিয়ালরা তাদের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র, যেমন—বাঁশি,

Scanned with CamScanner

পিস্তল, ক্রমিক সিট, ব্যাজ ইত্যাদি নেবেন। প্রতিযোগীরা প্রথমে মার্চপাস্ট এবং পরে শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করবেন। তারপর প্রতিযোগিতা শুরু হবে। প্রতিযোগীর সংখ্যা বেশি হলে প্রথমে অফিসিয়ালরা 'হিট' করে নেবেন। অনুষ্ঠানের সমস্ত কিছু ঘোষণার জন্য একজন ঘোষক থাকবেন। চূড়ান্ত পর্যায়ে কোন্ প্রতিযোগী বা দল কত পয়েন্ট পেল তা রেকর্ডার লিখে রাখবেন।

প্রতিযোগিতার শেষে সভার আয়োজন করতে হবে এবং সেখানে প্রধান অতিথি বিজয়ী এবং বিজিত দল বা ব্যক্তিকে পুরস্কার বিতরণ করবেন। সবশেষে সভাপতির ভাষণ হবে, তারপর জাতীয় সংগীত হওয়ার পরই অনুষ্ঠান শেষ হবে।

(c) **Post Meet Work:** প্রতিযোগিতা শেষ হওয়ার পর ভাড়া করা বা অন্যান্য সব যন্ত্রপাতি নির্দিষ্ট স্থানে ফিরিয়ে দিতে হবে। আয় ও ব্যয়ের হিসাবনিকাশ করতে হবে। যাদের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সহযোগিতায় এই Meet সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়েছে, তাদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করতে হবে।

Programme নিম্নলিখিতভাবে করা হয়:

- কমিটির বিভিন্ন সদস্যের নাম লিখতে হবে।
- Official দের নাম লিখতে হবে।
- বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান অনুযায়ী প্রতিযোগীদের নাম ও সংখ্যা লিখতে হবে।
- Event-এর পর্যায়ক্রমিক সংখ্যা লিখতে হবে।
- পূর্ববর্তী Event-এর record নথিভুক্ত করতে হবে।

Event সাজাতে গেলে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি লক্ষ রাখতে হবে:

- Track event করতে গেলে নিম্নলিখিত event গুলি পর্যায়ক্রমে সাজাতে হবে। যেমন—Sprint, Hardles, Long distance race, Middle distance race, Relay race ইত্যাদি।
- Track এবং Field event পাশাপাশি করা উচিত (একসঙ্গে)।
- Sprinterদের সাধারণত Broad jumper, Tripple jumper হতে দেখা যায়। সেজন্য যতদূর সম্ভব এই eventগুলি পাশাপাশি (একসঙ্গে) করানো উচিত নয়।
- Pole voult, High jump, Javeline, Discus throw শেষ করতে গেলে অনেক সময় নেয়। সুতরাং এইগুলি তাড়াতাড়ি শেষ করতে হবে।

একটি বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার অনুষ্ঠানসূচির একটি নমুনা নীচে দেওয়া হল—

1. সমস্ত প্রতিযোগীরা মাঠে সমবেত হবে।
2. অভ্যর্থনা কমিটির সভাপতি কর্তৃক প্রতিযোগিতার সভাপতি, প্রধান অতিথি ও বিশিষ্ট অতিথিদের স্বাগত জানানো হবে।
3. প্রধান অতিথি কর্তৃক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা কেন্দ্রের পতাকা উত্তোলন করা হবে।
4. সমবেত সংগীত পরিবেশিত হবে।

Scanned with CamScanner

5. প্রতিযোগীরা মাঠে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়াবে এবং নির্দেশের সঙ্গে সঙ্গে মার্চ করে মাঠ প্রদক্ষিণ করে ক্রীড়া প্রতিযোগিতার পতাকা বা মঞ্চের সম্মুখে নির্দেশমতো অর্ধচন্দ্রাকারে দাঁড়াবে।
6. প্রধান অতিথি নিম্নলিখিত কথাগুলি উচ্চারণ করে ক্রীড়া প্রতিযোগিতার উদ্‌বোধন করবেন, 'আমি এই বিদ্যালয়ের/মহাবিদ্যালয়ের/বিশ্ববিদ্যালয়ের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার উদ্‌বোধন ঘোষণা করছি।'
7. এই সময় ব্যবস্থা থাকলে সাদা পায়রা এবং গ্যাস ভরা বেলুন ওড়ানো যেতে পারে।
8. তারপর শুরু হবে খেলোয়াড়দের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান। শপথ গ্রহণের জন্য পূর্ববর্তী বছরের চ্যাম্পিয়ান নির্দিষ্ট স্থানে দাঁড়িয়ে পতাকার অগ্রভাগ স্পর্শ করে সমবেত প্রতিযোগীদের পক্ষ থেকে নিম্নলিখিত শপথ বাক্য পাঠ করবে।

'আমাদের নিজ প্রতিষ্ঠানের গৌরব ও সম্মানার্থে আমরা এই শপথ করছি যে, এই বিদ্যালয়ে/মহাবিদ্যালয়ে/বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় ক্রীড়া সম্পর্কিত বিধি সম্পর্কে আমাদের নিষ্ঠা ও সততা অটুট থাকবে। আমরা এই ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সততার সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে যথার্থ ক্রীড়ানুরাগীর মনোভাব বজায় রাখব।'

উপস্থিত অন্যান্য সমস্ত প্রতিযোগীরা শপথের প্রতি আনুগত্য ও সম্মতি জানাবে। শপথ পর্ব শেষ হওয়ার পর চ্যাম্পিয়ান খেলোয়াড় পুনরায় তার জন্য চিহ্নিত নির্দিষ্ট স্থানে গমন করবে।

9. এরপর প্রতিযোগীরাও মার্চ করে তাদের জন্য চিহ্নিত নির্দিষ্ট স্থানে চলে যাবে।
10. সমবেত ব্যায়াম, লোকনৃত্য বা ব্রতচারী নৃত্য, দেশাত্মবোধক সংগীত ইত্যাদি অনুষ্ঠান সূচিতে অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে।
11. এরপর অনুষ্ঠানসূচি অনুযায়ী ক্রীড়া প্রতিযোগিতা আরম্ভ হবে।
12. একটি খেলা শেষ হওয়ার পর কিংবা সব ইভেন্ট শেষ হওয়ার পর পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান করা যেতে পারে।
13. প্রধান অতিথির ভাষণ এবং তার দ্বারা ক্রীড়া প্রতিযোগিতার সমাপ্তি ঘোষণা হবে।
14. সভাপতি কর্তৃক ধন্যবাদ জ্ঞাপন।
15. ক্রীড়া প্রতিযোগিতা কেন্দ্রের পতাকা নামানো হবে।
16. প্রতিযোগীরা মার্চ আউট করে মাঠ থেকে বেরিয়ে যাবে।
17. স্বেচ্ছাসেবক, অতিথিবৃন্দ এবং অংশগ্রহণকারী খেলোয়াড়দের জন্য সম্ভবমতো জলযোগের ব্যবস্থা থাকবে।

একটি বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা তখনই সর্বাঙ্গসুন্দর হবে যখন ক্রীড়া সংশ্লিষ্ট অফিসিয়াল কর্মীরা এবং খেলোয়াড়রা নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সঙ্গে স্ব স্ব দায়িত্ব পালন করবে।

Scanned with CamScanner